কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৩

মায়ের চিকিৎসার কথা বলেও রেহাই মেলেনি

শরীফুল আলম সুমন ▶

এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা আছেন নিরীক্ষা-ভীতিতে। কারণ পরিদর্শকরা নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানে আসা মানেই ওই মাসের বেতনের টাকাটা আর বাড়ি নেওয়া হবে না। নানা কায়দায় তা চলে যাবে পরিদর্শকদের পকেটে। আর কোনো সমস্যা ধরা পড়লে তো বেতনের সঙ্গে যোগ করতে হবে আরো বড় অঙ্কের টাকা। অবশ্য টাকা দিলে কোনো সমস্যাই আর সমস্যা থাকে না।

জানা গেছে, জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার আটটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষার সময় পরিদর্শকরা উৎকোচ নেওয়ার ঘটনা ঘটে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শিক্ষা পরিদর্শক মো. সালেহ উদ্দিন ও অডিট অফিসার মো. মোখলেছুর রহমান যান ওই উপজেলার নওয়ানা এস এ ইউ দাখিল মাদ্রাসায়। সেখানে গিয়ে একজন শিক্ষকের সনদে তাঁরা সমস্যা দেখতে পান। এ জন্য তাঁর কাছ থেকে পরিদর্শক দল আদায় করে এক লাখ ২০ হাজার টাকা। প্রতিষ্ঠানে আর কোনো অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা না পেলেও তাঁরা সব শিক্ষক ও কর্মচারীর সেপ্টেম্বর মাসের বেতন উৎকোচ হিসেবে নিয়ে নেন। ওই মাদ্রাসার একজন সুপার, একজন সহকারী সুপার, ১১ জন সহকারী শিক্ষক, দুজন জুনিয়র শিক্ষক, একজন অফিস সহকারী, একজন পিয়ন ও একজন দপ্তরির সেপ্টেম্বর মাসের বেতন বাবদ এক লাখ ৫৩ হাজার ২৪৭ টাকা 'বিকাশে'র মাধ্যমে ভেঙে ভেঙে দেওয়া হয় নিরীক্ষা দলের কাছে। এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'আমাদের প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট ভালো পাওয়ার জন্য মাদ্রাসার সুপার মোখতার হোসেন সব শিক্ষক-কর্মচারীর এক মাসের বেতন কেটে নেন। শুধু এটাই নয়, নিরীক্ষা দল এলেই আমাদের এভাবে টাকা দিতে হয়। মায়ের চিকিৎসার কথা বলে অনুরোধ করেছিলাম আমার টাকাটা না নিতে। কিন্তু সেই অনুরোধ রাখা হয়নি।' মোখতার হোসেন বলেন, 'এক মাসের পুরো টাকা নিরীক্ষা দলকে দেওয়া হয়নি। এক লাখ ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকিটা অন্যান্য কাজে খরচ হয়েছে। কিছু টাকা হাতে হাতে এবং কিছু টাকা বিকাশের মাধ্যমে দিয়েছি।'

শিক্ষকদের বেতনের টাকা পরিদর্শকদের পকেটে

এ ছাড়া কালাই মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শান্তিনগর উচ্চ বিদ্যালয়, ইন্দাহার উচ্চ বিদ্যালয়, পুনট দাখিল মাদ্রাসাসহ বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ভালো রিপোর্ট দেওয়ার 'চুক্তিতে' পরিদর্শক দল শিক্ষক-কর্মচারীদের এক মাসের বেতন নিয়ে আসে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করে বলেন, 'পরিদর্শকদের কাছে আমরা জিম্মি। কারণ টাকা না দিলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে খারাপ রিপোর্ট, এমনকি এমপিও বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। কোনো উপায় না দেখে এক প্রকার বাধ্য হয়েই এক মাসের বেতনের অর্থ তাদের হাতে তুলে দিয়েছি।'

শিক্ষা পরিদর্শক মো. সালেহ উদ্দিন অবশ্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'পরিদর্শনে গেলেই মানুষ সন্দেহ করে। আমি ওই প্রকৃতির মানুষ নই। অনেক সময় হেড মাস্টাররা আমাদের কথা বলে শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা তোলেন। দুই-চারজনের জন্যই আমাদের সবার বদনাম হয়।'

সালেহ উদ্দিনের সঙ্গে যাওয়া অডিট অফিসার মো. মোখলেছুর রহমান বলেন, 'টাকা নেওয়ার অভিযোগ সত্য নয়। তবে গাড়িভাড়া, খাওয়া-দাওয়ার জন্য হয়তো স্কুলের কিছু টাকা খরচ হয়ে থাকতে পারে।'

অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা ভবনে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তর পরিণত হয়েছে দুর্নীতির আখড়ায়। অনেক কর্মকর্তাই পদোন্নতির সুযোগ পেয়েও সরেননি। কেউ কেউ ১২ থেকে ১৪ বছর ধরে আছেন এখানে। নেপথ্যের কারণ একটাই—উপরি কামাইয়ের সুযোগ।'

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, 'অডিটের নামে পরিদর্শকদের অনিয়মের এমন অভিযোগ শুনেছি। আপনাদের কাছে অভিযোগ থাকলে রিপোর্ট করুন। আমরা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব।'

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদপ্তরের পরিচালক খান হাবিবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আপনারা বিষয়টি নিশ্চিত হলে রিপোর্ট করুন। আমরা থার্ড পার্টির মাধ্যমে তদন্ত করব।'